সংবাদ

তারিখ ... 03 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ......

শিক্ষা সংকট ভাবনার নতুন ক্ষেত্র প্রাথমিক শিক্ষা

মো. আবুল হাসান ও খন রঞ্জন রায়

একটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে শিক্ষার মূল ভিত্তি। যে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত যত মজবুত সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তত উন্নত। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া কোন ভালো শিক্ষার কথা কল্পনা করা যায় না। ইংরেজরা এদেশে আগমনের পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। নির্দিষ্ট স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালয় ছিল না। টোল, মক্তব, মাদ্রাসা, মঠ, পাঠশালা, গুরুগৃহ ইত্যাদি মিলে প্রায় লক্ষাধিক প্রাথমিক বা বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠান ছিল। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনা সংকট ও উত্তরণ নিয়ে নানা দিক থেকে গবেষণা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

তেমনই একটি গবেষণা রিপোর্ট গত ১৯ আগস্ট ২০১৫ বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিইডি ভবনে একটি অনুষ্ঠানে 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে গবেষণা দলের প্রধান সমীর রঞ্জন নাথ জানিয়েছেন ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণী পড়া শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই পরীক্ষা চালুর পর থেকে কোচিং বাড়ছে। ২০০০ সালে ৩৯ দশমিক ৪ শতাংশ বিদ্যালয়ে এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কোচিং করত। গত বছর তা বেড়ে হয়েছে ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ। এতে শিক্ষার্থীদের ব্যয়ও বেড়েছে। এই পরীক্ষার জন্য প্রাইভেট পড়ার নির্ভরশীলতা বাড়ছে, পাঠ্যবইকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে গাইডবই।

গণসাক্ষরতা অভিযান নামের একটি শিক্ষা গবেষণা সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) সম্প্রতি 'এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০১৪' প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার দূরবস্থার চালচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন কাগজে নানা রিপোর্ট নিবন্ধ ছাপা হচ্ছে। এমন ভয়াবহ চিত্র দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোচিং বেআইনি হলেও সমাপনী পরীক্ষা চালুর পর তা বেড়েছে। শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গত বছর দেশের ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে হয়েছে। আর ৭৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে কোচিং ছিল বাধ্যতামূলক।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা। গত বছর এই পরীক্ষায় প্রায় ২৭ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পাসের হার বাড়াতে খাতায় নম্বর বাড়িয়ে দেয়া, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ নানা অনিয়ম হচ্ছে পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করে লেখা এবং উত্তরপত্র মেলানোর জন্য শেষের ৪০ থেকে ৬০ মিনিট অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যালয়গুলো বছরে গড়ে ৪১২ ঘণ্টা কোচিং করায়। আর ৪৪ শতাংশ বিদ্যালয়ের সব শিক্ষকই কোচিংয়ে পড়ান। কোচিংয়ের পাশাপাশি ৬৩ শতাংশ বিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে মডেল টেস্টের আয়োজন করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নিবন্ধন ফি ৬০ টাকা হলেও ৩৪ দশমিক ৩ শতাংশ পরীক্ষার্থীকে এর চেয়ে বেশি টাকা দিতে হয়, যা সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা পর্যন্ত। নিবন্ধনের সময়ই দুর্বল পরীক্ষার্থীদের 'সবলদের' মাঝখানে রেখে তালিকা তৈরি করে উপজেলা কার্যালয়ে পাঠানো হয়। উপজেলা কার্যালয় থেকে এর কোনো পরিবর্তন করা হয় না। এর ফলে পরীক্ষার সময় 'সবলদের' কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে 'দুর্বল' পরীক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ তৈরি হয়। ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী অপরের সাহায্য ছাড়াই পরীক্ষা দেয়। পরিদর্শকেরা পরীক্ষার হলে মুঠোফোন ব্যবহার করেন এবং খুদে বার্তার মাধ্যমে হলের বাইরে থেকে প্রশ্নের উত্তর বহন করেন। তারা প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে বা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। পরীক্ষার্থীরা যেন একে অন্যের উত্তরপত্র দেখে লিখতে পারে, পরিদর্শকেরা সে সুযোগও করে দেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টিও উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভাষার ক্ষেত্রে (বাংলা ও ইংরেজি) পরীক্ষার্থীরা খারাপ ফল করছে। ইংরেজিতে ৪২ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষার্থী লেটার গ্রেড 'সি' বা 'ডি' পেয়েছে। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও আরবিতে খুব খারাপ ফল করেছে।

প্রতিবেদনে শ্রেণীকক্ষের শিখনের মান বাড়ানো, বিদ্যালয় ও পরীক্ষার হলে অসদুপায় অবলম্বন বন্ধ করা, সমাপনী পরীক্ষা স্থানীয়ভাবে নেয়া, শিক্ষকদের সম্মান ও ক্ষমতায়নে জোর দেয়াসহ কয়েকটি সুপারিশ করা হয়। তাছাড়াও রিপোর্টে বড় দানে প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নোক্ত সংকটগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে–

ক. পাসের হার বাড়ানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতায় স্কুলগুলোয় শিক্ষকদের মধ্যে বেশি করে নম্বর দেয়ার প্রতিযোগিতা রয়েছে খ. পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করে লেখার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে গ. ৭৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে কোচিং করানো হচ্ছে ঘ. পাঠ্যবইয়ের বদলে গাইডবই পড়ার প্রবণতা বেড়েছে ঙ. প্রাইভেট পড়ার প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়ছে। জীবনের শুরুতেই শিক্ষার্থী প্রশ্ন ফাঁস, পাঠ্যবই না পড়ে গাইডবই পড়া, প্রাইভেট আর কোচিংয়ে পড়ার জালে বন্দি হয়ে যাওয়া, সব শেষে পরীক্ষার হলে নকল করার হাতেখড়ি নেয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করছে। জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেয়ার জন্য এর চেয়ে বড় আয়োজন আর কিছু নেই। এভাবে আঁতুড়ঘরে শিক্ষার মেরুদণ্ডে করা হচ্ছে প্রচণ্ড আঘাত।

সৃষ্টির সেরা জীব 'মানুষ' এর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তার সততা, নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদির ওপর। উত্তম চরিত্রের এ গুণগুলো বাতাসে মিশ্রিত অক্সিজেনরূপী কোনো গ্যাসীয় পদার্থ না যে শ্বাস নিলেই চলে আসবে। প্রয়োজন উত্তম শিক্ষাগুরুর মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষাদান।

শিক্ষা উন্নত জাতির রাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করা হয় প্রাথমিক শিক্ষাকে। মানবসম্পদ উন্নয়নে